সমকাল

তারিখ 10 MAY 2014
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

এক যুগ আগে ছাত্রত্ব শেষ এখনও তারা ছাত্রনেতা!

■ এসএম আল-আমিন, *জবি*

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (জবি) ছাত্রদলের নেতৃত্বে আছেন অছাত্র, বিবাহিত ও ব্যবসায়ী। জবি শাখা ছাত্রদল সভাপতি ফয়সাল আহমেদ সজল ও সাধারণ সম্পাদক ওমর ফারুক মুন্নার ছাত্রত্ব শেষ হয়েছে প্রায় এক যুগ আগে। বর্তমানে দু'জনই বিবাহিত এবং পেশায় ব্যবসায়ী।

জানা যায়, ২০১২ সালের ৪ সেপ্টেম্বর অছাত্র, বিবাহিত, ব্যবসায়ী ও বিতর্কিতদের নিয়ে 'সুপার ফাইভ' কমিটি গঠন করা হয়। কমিটিতে ফয়সাল আহমেদ সজলকে সভাপতি এবং ওমর ফারুক মুন্নাকে সাধারণ সম্পাদক করা হয়। এ ছাড়া রাজীব রহমান সিনিয়র সহসভাপতি, খন্দকার আল-আশরাফ মামুন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও মহসিন বিশ্বাস সাংগঠনিক সম্পাদক হন।

বর্তমান এ কমিটির সভাপতি ফয়সাল আহমেদ সজল সাবেক জগন্নাথ কলেজের অর্থনীতি বিভাগের ১৯৯৩-৯৪ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী। রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ১৯৯৬-৯৭ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী ওমর ফারুক মুন্না। ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা জানান, দু'জন সক্রিয়ভাবে কখনও ছাত্রদল করেননি। এর আগের গঠিত কোনো কমিটিতেই এমন নেতৃত্ব ছিল না। কমিটির সিনিয়র সহসভাপতি রাজীব রহমান হিসাববিজ্ঞান বিভাগের ১৯৯৭-৯৮ শিক্ষাবর্ষের ছাত্র। এ ছাড়া যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক খন্দকার আল-আশরাফ মামুন ও সাংগঠনিক সম্পাদক এবিএম মহসিন বিশ্বাস দু'জনই অর্থনীতি বিভাগের ১৯৯৭-৯৮ শিক্ষাবর্ষের ছাত্র। সে হিসেবে তাদের ছাত্রত্বও শেষ হয়েছে ৮-১০ বছর আগে।

জবি ছাত্রদলে বিবাহিত ও ব্যবসায়ীরা

জানা গেছে, কমিটি গঠনের পর থেকেই সাংগঠনিক কোনো কর্মসূচিতে একত্রে দেখা যায়নি সুপার ফাইভ কমিটির ওই পাঁচ নেতাকে। সাংগঠনিক সমন্বয়হীনতার কারণে দলীয় কোনো কর্মসূচিই পালন করতে পারেনি ছাত্রদলের এই শাখা। সভাপতি সজলকে বলা হয়ে থাকে 'বাবার বাবা সজল বাবা'। সাধারণ সম্পাদক মুন্নাকে বলা হয়ে থাকে 'বাইচান্স নেতা'। মুন্না বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক মনোনীত হওয়ার আগে ছাত্রদলের প্রাথমিক সদস্যপদেও ছিলেন না। দু'জনই ছিলেন নেতাকর্মীদের থেকে বিচ্ছিন্ন। কমিটি গঠনের পর থেকেই কাঙ্ক্ষিত পদ না পাওয়ার কারণে নিষ্ক্রিয় ছিলেন এক সময়ের দাপুটে ছাত্রনেতা ও বর্তমান কমিটির সিনিয়র সহসভাপতি রাজীব রহমান। অন্যদিকে, কর্মীরা দেখা পাননি সাংগঠনিক সম্পাদক মহসিন বিশ্বাসের। সরকারবিরোধী আন্দোলনের সময় গত বছরের অক্টোবরে নিজ এলাকায় বিয়ে করেছেন তিনি। বর্তমানে বরিশালে অবস্থান করছেন। সুপার ফাইভের অন্য সদস্য সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক খন্দকার আল-আশরাফ মামুন গ্রুপের উদ্যোগে ঝটিকা মিছিলের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল কর্মসূচি পালন। ব্যানারবিহীন সেই মিছিলে তিনিসহ সর্বোচ্চ ১০-১২ নেতাকর্মীর দেখা মিলত।

এদিকে, সরকারবিরোধী আন্দোলনে ব্যর্থতার দায়ে কেন্দ্রীয় ছাত্রদলকে পুনর্গঠন করার পাশাপাশি শাখাগুলোকেও পুনর্গঠন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া। এর ধারাবাহিকতায় নতুনভাবে গঠন করা হচ্ছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদল। এ কমিটিতে পদ পেতে ফের তৎপর হয়ে উঠেছেন ছাত্রদল নামধারী ব্যবসায়ী, বিবাহিত ও চাকরিজীবী নেতাকর্মীরা।

বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৬

এক যুগ আগে ছাত্রত্ব

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

ছাত্রদল সভাপতি ফয়সাল আহমেদ সজল সমকালকে বলেন, জগন্নাথের নতুন কমিটিতে নতুন করে নেতৃত্ব পাওয়ার প্রত্যাশা নেই। দল যার হাতে নেতৃত্ব দেবে, আমরা সেটাই মেনে নেব।